রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী
ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-১

ঋওঅবি-১ সার্কুলার নং-০৭/২০২০ তারিখ: ০৭.০৭.২০২০

বিষয় : ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা প্রসঙ্গে।

বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনীতিতে কৃষি খাতের ভূমিকা অপরিসীম। খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি নিশ্চয়তার পাশাপাশি দারিদ্র্য বিমোচন, অধিকতর কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে অবদান রেখে জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে ক্রমশ ত্বরান্বিত করার ধারাবাহিকতায় কৃষি পরিণত হয়েছে আর্থসামাজিক কর্মকান্ডের এক বিশেষ ক্ষেত্রে। দেশের সার্বিক উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির স্বার্থে কৃষিভিত্তিক কর্মকান্ডে প্রেরণা, প্রেষণা ও পুঁজির যথাযথ প্রবাহ বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কৃষি খাতকে টেকসই ও সমৃদ্ধ করতে সরকারি নির্দেশনা ও বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন কার্যকরী পদক্ষেপ অনুসরণে রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে কৃষি পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি এতদাঞ্চলের কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোক্তাদের অনুকূলে ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধির মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে।

০২। সম্প্রতি বৈশ্বিক মহামারী নভেল করোনা ভাইরাস (COVID-19)-এর প্রাদুর্ভাবের কারণে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি মন্থর হয়ে পড়েছে। COVID-19-এর নেতিবাচক প্রভাবে দেশের এহেন সংকট মোকাবেলায় অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পুনরুজ্জীবিতকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক আর্থিক প্রণোদনামূলক বিভিন্ন প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়েছে। উল্লিখিত প্রণোদনা প্যাকেজসমূহের আওতায় কৃষি খাত, ক্ষতিগ্রস্ত কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোক্তা, নিম্ন আয়ের পেশাজীবী কৃষক/ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং শিল্প ও সার্ভিস সেক্টরের প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য ঋণ সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যাংকের নিজস্ব তহবিল হতে ঋণ বিতরণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। তবে ব্যাংকিং খাতের তারল্যের অবস্থা স্বাভাবিক রাখার লক্ষ্যে প্রণোদনা প্যাকেজসমূহের আওতায় বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে সুদ ভর্তুকী প্রদানসহ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পুনঃঅর্থায়ন স্কীম চালু করা হয়েছে।

০৩। সার্বিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় সামগ্রিকভাবে দেশের কাঙ্খিত প্রবৃদ্ধি অর্জন নিশ্চিতকল্পে কৃষিপণ্য উৎপাদন, বাণিজ্যিকীকরণ, রপ্তানি আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষি, কৃষিভিত্তিক শিল্প/প্রকল্প/খামার, ব্যবসা-বাণিজ্য ও অন্যান্য কর্মকান্ডে অর্থায়ন এবং সিএমএসএমই খাতের বিকাশের মাধ্যমে দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক কর্তৃক পূর্ববর্তী অর্থবছরের জন্য নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ২৩০০.০০ কোটি টাকা হতে ৫৫০.০০ কোটি টাকা বৃদ্ধিপূর্বক ২০২০-২০২১ অর্থবছরের জন্য ২৮৫০.০০ কোটি টাকা বার্ষিক ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রার খাত/উপ-খাতভিত্তিক বিভাজন নিম্নরূপ:

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	উপ-খাত	লক্ষ্যমাত্রা	হার
	(ক) কৃষি :		
০১.	শস্য/ফসল	৯৫০.০০	৩৩%
০২.	মৎস্যসম্পদ	৫০.০০	২%
০৩.	প্রাণিসম্পদ	১০০.০০	৪%
০৪.	খামার ও সেচ যন্ত্রপাতি	১০.০০	০%
০৫.	দারিদ্র্য বিমোচন/মাইক্রো-ক্রেডিট	৪০.০০	১%
০৬.	চলমান কৃষি	৭০০.০০	২৫%
	উপ-সমষ্টি :	**১৮৫০.০০**	**৬৫%**
	(খ) অকৃষি :		
০৭.	সিএমএসএমই (CMSME)	৭৫০.০০	২৬%
০৮.	কৃষিভিত্তিক শিল্প/প্রকল্প/খামার	৩৫.০০	১%
০৯.	অন্যান্য	২১৫.০০	৮%
	উপ-সমষ্টি :	**১০০০.০০**	**৩৫%**
	সর্বমোট :	**২৮৫০.০০**	**১০০%**

২০২০-২০২১ অর্থবছরের জন্য ব্যাংক ব্যবস্থাপনা কর্তৃক অনুমোদিত খাত/উপ-খাতভিত্তিক জোনওয়ারী এ ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা (এলপিও, রাজশাহী এবং ঢাকা কর্পোরেট শাখাসহ) এতদসংগে সংযুক্ত করা হলো (সংযোজনী-ক)। জোনাল ব্যবস্থাপকগণ সংশ্লিষ্ট জোনের জন্য নির্ধারিত ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা অনতিবিলম্বে শাখাভিত্তিক বন্টনপূর্বক এতদসংক্রান্ত কপি প্রধান কার্যালয়ের ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-১ এ প্রেরণ করবেন।

(চলমান পাতা-২)

০১. শস্য/ফসল :

২০২০-২০২১ অর্থবছরে শস্য/ফসল খাতে **৯৫০.০০ কোটি টাকা** ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। শস্য/ফসলের কর্মসূচিভিত্তিক জোনওয়ারী লক্ষ্যমাত্রা ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-২ কর্তৃক বিভাজন করে দেয়া হবে। শস্য/ফসল ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ শস্য/ফসল ও আমদানি বিকল্প শস্য/ফসল যেমন ডাল, তৈলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল ও ভূট্টা উৎপাদনে অগ্রাধিকার দিতে হবে। যে সকল জমি পতিত থাকে সে সকল জমিতে অপ্রচলিত শস্য উৎপাদনের জন্য পরিকল্পিতভাবে ঋণ বিতরণ করতে হবে। এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ফলে প্রতিটি এলাকার শস্য উৎপাদন কাঠামোতে (Cropping pattern) যেমন পরিবর্তন আসবে তেমনি শস্য নিবিড়তাও (Cropping intensity) বৃদ্ধি পাবে। প্রচলিত কৃষি ঋণ কর্মসূচির বাহিরে বীজ উৎপাদন অথবা বৃহৎ Compact এলাকায় ফসল উৎপাদনের জন্য Contract growers পদ্ধতিতে ঋণ গ্রহণে আগ্রহীদেরকেও সহায়ক জামানত গ্রহণপূর্বক ঋণ প্রদান করা যাবে।

ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক পর্যায়ের কৃষক ও বর্গাচাষীগণকে ঋণ প্রদানে যেন কোন প্রকার জটিলতা সৃষ্টি না হয় সে বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। আবর্তনশীল শস্য ঋণ সীমা (Revolving crop credit limit) পদ্ধতিতে প্রকৃত কৃষকগণকে সময়মত ও দ্রুত ঋণ বিতরণের ব্যবস্থা করতে হবে। পাশাপাশি শস্য গুদামজাত ও বাজারজাতকরণ খাতেও ঋণ বিতরণ জোরদার করতে হবে। শস্য ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে কৃষকদের প্রকৃত চাহিদার নিরিখে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রণীত কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালার ঋণ নিয়মাচার যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে। প্রয়োজনে কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের কর্মকর্তাদের পরামর্শ ও সহায়তা গ্রহণ করা যেতে পারে।

শস্য খাতভিত্তিক বিভিন্ন বিশেষ ঋণ কর্মসূচি পরিপালনে (আমদানি বিকল্প ডাল, তৈলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল ও ভূট্টা চাষে ঋণ; আবর্তনশীল শস্য ঋণ; রাকাব-বিএমডিএ যৌথ তদারকি ঋণ এবং ভূমিহীন ও বর্গাচাষীদের অনুকূলে দলভিত্তিক জামানতবিহীন ঋণ) শস্য খাত হতে ঋণ বিতরণ করতে হবে। কৃষকদের অনুকূলে দ্রুত ঋণ সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শস্য/ফসল ঋণ বিতরণ প্রক্রিয়া সহজীকরণ করা হয়েছে (ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-১ এর ২৪.০৫.২০১৮ তারিখের সার্কুলার নং ০২/২০১৮)। প্রকৃত ঋণগ্রহিতা কৃষকগণ যেন এ সুফল প্রাপ্ত হন সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে হবে। একইসাথে নভেল করোনা ভাইরাস (COVID-19)-এর প্রাদুর্ভাবের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের জন্য ধান, গমসহ সকল দানা শস্য, অর্থকরী ফসল, শাক-সবজি ও কন্দাল ফসল চাষের জন্য কৃষি ঋণ বিতরণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক এবং এ ব্যাংক কর্তৃক জারীকৃত এতদসংক্রান্ত সার্কুলার ও সার্কুলার লেটারসমূহের নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

০২. মৎস্যসম্পদ :

মিঠা পানির মাছ/পুকুরে মাছ চাষ, ধান ক্ষেত/উন্মুক্ত জলাশয়ে মাছ চাষ, গলদা চিংড়ি চাষ, উন্নত মৎস্য পোনা/রেনু পোনা উৎপাদন হ্যাচারী ইত্যাদি মৎস্যসম্পদ খাতের আওতাভুক্ত হবে। মৎস্যসম্পদ খাতে ঋণ বিতরণ কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে নিরাপদ ও গুণগত মানসম্পন্ন মাছ অর্থাৎ স্বাদের দিক থেকে যে সকল মাছের সামগ্রিক গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে, তুলনামূলক দাম বেশী, কম সময়ে আকারে বৃদ্ধি পায় এবং বাজারে প্রচুর চাহিদা রয়েছে সে সকল মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করা। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি নিরাপদ প্রাণিজ আমিষের ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে মৎস্য চাষ সম্প্রসারণ করা অপরিহার্য। রাকাব-এর অধিক্ষেত্রে অবস্থিত হাজামজা পুকুর, দীঘি ও জলাশয় মাছ চাষের আওতায় এনে মাছের উৎপাদন আরও বৃদ্ধি করা সম্ভব। অমিত সম্ভাবনাময় এ খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে রপ্তানি আয় বাড়ানো ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির বিপুল সুযোগ রয়েছে। এ খাতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবক ও যুব মহিলাদের ঋণ প্রদানে সম্পৃক্ত করা হলে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ও মৎস্য চাষে কাঙ্খিত প্রবৃদ্ধি অর্জিত হবে। উল্লিখিত কর্মকান্ডে বিতরণকৃত ঋণ এ খাতে প্রদর্শন করতে হবে।

মৎস্যসম্পদ খাতে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ঋণ বিতরণের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে **৫০.০০ কোটি টাকা**। ব্যক্তি উদ্যোগ ছাড়াও মৎস্য খাতে ঋণ বিতরণে Area approach পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। বিলুপ্তপ্রায় দেশীয় প্রজাতির মাছ চাষ উৎসাহিত করতে হবে। প্রয়োজনে এ ব্যাপারে মৎস্য কর্মকর্তার পরামর্শ ও সহায়তা গ্রহণ করা যেতে পারে। উল্লেখ্য, কৈ, টেংরা, পুঁটি, গলদা চিংড়ি, পাবদা, শিং, মাগুর ইত্যাদি দেশীয় প্রজাতির মাছ চাষে ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে 'মৎস্য চাষ ঋণ নিয়মাচার' নামীয় পরিপত্র জারী করা হয়েছে (ঋণওঅবি-১ সার্কুলার নং ০৪/২০১৭, তারিখ: ১০.০৭.২০১৭) যা যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে। একইসাথে নভেল করোনা ভাইরাস (COVID-19)-এর প্রাদুর্ভাবের কারণে মৎস্য খাতে ক্ষতিগ্রস্থ কৃষক/উদ্যোক্তাদের অনুকূলে ঋণ বিতরণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক এবং এ ব্যাংক কর্তৃক জারীকৃত এতদসংক্রান্ত সার্কুলার ও সার্কুলার লেটারসমূহের নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

(চলমান পাতা-৩)

০৩. প্রাণিসম্পদ:

হালের বলদ/মহিষ, গাভী পালন, দুগ্ধ খামার, গরু/মহিষ মোটা-তাজাকরণ, ছাগল পালন (রেয়ারিং ও ব্রিডিং), ভেড়া পালন (রেয়ারিং ও ব্রিডিং), মুরগি পালন (ব্রয়লার ও লেয়ার), হাঁস পালন, হাঁস-মুরগির হ্যাচারি ও মিশ্র পশু খামার ইত্যাদি প্রাণিসম্পদ খাতের আওতাভুক্ত হবে। বেকার যুবকদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং পুষ্টি চাহিদা পূরণসহ গুড়ো দুধ ও দুগ্ধজাত সামগ্রীর আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ার্থে দুগ্ধ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিতে প্রাণিসম্পদ খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ডিম ও মাংসের উৎপাদন ও সরবরাহ বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের প্রোটিন ঘাটতি পূরণে পোল্ট্রি খাতের গুরুত্ব অপরিসীম। পোল্ট্রি শিল্পের ব্যাকওয়ার্ড ও ফরওয়ার্ড লিংকেজ কর্মকান্ড কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি জাতীয় অর্থনীতিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। পুষ্টি চাহিদা মেটানোর জন্য গুঁড়ো দুধের আমদানি বিকল্প দুগ্ধ উৎপাদন, হাঁস-মুরগির ডিম ও মাংস উৎপাদন, ছাগল-ভেড়ার রেয়ারিং ও ব্রিডিং, গরু/মহিষ মোটাতাজাকরণ খাতে উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনীয় নিরাপদ প্রাণিজ আমিষের চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে এ বছরের ঋণ বিতরণ পরিকল্পনায় বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। উল্লিখিত কর্মকান্ডে বিতরণকৃত ঋণ এ খাতে প্রদর্শন করতে হবে।

প্রাণিসম্পদ খাতে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ঋণ বিতরণ বরাদ্দ রাখা হয়েছে **১০০.০০ কোটি টাকা**। ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-১ এর ২২.০৫.২০১৭ তারিখের সার্কুলার নং-০২/২০১৭ অনুযায়ী গরু মোটাতাজাকরণ খাতে ঋণের সিলিং বৃদ্ধিসহ দুগ্ধ উৎপাদনের লক্ষ্যে দেশী, উন্নত দেশী ও সংকর জাতের বকনা এবং দুগ্ধবতী গাভী ক্রয়ের জন্য ঋণসীমা বৃদ্ধির পাশাপাশি মহিষ মোটাতাজাকরণ, বকনা ও দুগ্ধবতী মহিষ পালনের জন্য ঋণসীমা নির্ধারণ করায় এ খাতে ঋণ বিতরণের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে (ঋণওঅবি-১ সার্কুলার নং ০২/২০১৭, তারিখ: ২২.০৫.২০১৭)। এ সকল কর্মকান্ডের পাশাপাশি কোয়েল, খরগোশ, গিনিপিগ ইত্যাদির খামার স্থাপনেও ঋণ প্রদান করা যাবে। এছাড়াও নাটোর, নওগাঁ, পাবনা ও সিরাজগঞ্জ জেলার চলনবিল এলাকায় হাঁস পালনকারী খামারিদের Area approach ভিত্তিক ঋণ সহায়তা প্রদান করতে হবে। এ বিষয়ে প্রয়োজনে প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার পরামর্শ ও সহায়তা গ্রহণ করা যেতে পারে। একইসাথে নভেল করোনা ভাইরাস (COVID-19)-এর প্রাদুর্ভাবের কারণে প্রাণিসম্পদ খাতে ক্ষতিগ্রস্থ কৃষক/উদ্যোক্তাদের অনুকূলে কৃষি ঋণ বিতরণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক এবং এ ব্যাংক কর্তৃক জারীকৃত এতদসংক্রান্ত সার্কুলার ও সার্কুলার লেটারসমূহের নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

০৪. খামার ও সেচ যন্ত্রপাতি:

কৃষিতে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে খামার ও সেচ যন্ত্রপাতি খাতে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে **১০.০০ কোটি টাকা** বরাদ্দ রাখা হয়েছে। কৃষি যান্ত্রিকীকরণের লক্ষ্যে এ খাতে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ অর্জনের বাস্তবমুখী উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-১ এর ০৬.০৯.২০১৫ তারিখের সার্কুলার লেটার নং ০৫/২০১৫ মোতাবেক যে সকল জোনে ট্রাক্টর খাতে শ্রেণীকৃত ঋণের পরিমাণ ৪০% বা তার নীচে সে সকল জোন এ খাতে ঋণ বিতরণ করতে পারবে। জোনাল ব্যবস্থাপকগণ এ খাতে প্রাপ্ত বরাদ্দ ও সম্ভাব্যতা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট শাখাসমূহে বন্টন করবেন। ট্রাক্টর, পাওয়ার টিলার, রোটাভেটর, সেচ যন্ত্রপাতি ছাড়াও ছোট/বড় কৃষি সরঞ্জাম যেমন-ড্রাম সীডার, থ্রেসার, উইডার, উইনার, স্প্রেয়ার, হারভেস্টার/কম্বাইন হারভেস্টার, রিপার বাইন্ডার, ট্রান্সপ্লান্টার ইত্যাদি বাবদ বিতরণকৃত ঋণ খামার ও সেচ যন্ত্রপাতি খাতে প্রদর্শিত হবে।

০৫. দারিদ্র্য বিমোচন/মাইক্রো-ক্রেডিট:

গ্রামীণ অর্থনীতিতে গতি সঞ্চারণের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কৃষি/অকৃষি নানাবিধ আত্মকর্মসংস্থানমূলক আয়-উৎসারী কর্মকাণ্ডে একক/দলীয় ভিত্তিতে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কার্যক্রমের আওতায় ১০/-টাকার হিসাবধারী ক্ষুদ্র/প্রান্তিক/ভূমিহীন কৃষক, প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত নিম্ন আয়ের পেশাজীবী এবং প্রান্তিক/ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কীমের আওতায় ঋণ বিতরণ জোরদার করতে হবে। দারিদ্র্য বিমোচন/মাইক্রো-ক্রেডিট খাতে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে **৪০.০০ কোটি টাকা** ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। দারিদ্র্য বিমোচন/মাইক্রো-ক্রেডিট খাতের কর্মসূচিভিত্তিক জোনওয়ারী লক্ষ্যমাত্রা ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-২ কর্তৃক বিভাজন করে দেয়া হবে। লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বিদ্যমান কর্মসূচিসহ অন্যান্য নতুন কর্মসূচিতেও ঋণ বিতরণ করতে হবে। এক্ষেত্রে নারী উদ্যোক্তাদের অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে। দারিদ্র্য বিমোচন খাতে বিতরণকৃত ঋণ আদায়ে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করতে হবে এবং বিচক্ষণতার সাথে এমনভাবে পুনরায় ঋণ বিতরণ করতে হবে যেন বিতরণকৃত ঋণ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আদায় হয়। **স্বনির্ভর ঋণ কর্মসূচির আওতায় সুবিধাপ্রাপ্ত ঋণগ্রহিতাদের অনুকূলে বিতরণকৃত ঋণ আদায়পূর্বক ব্যাংকের প্রচলিত নিয়মে অন্য কর্মসূচির আওতায় ঋণ প্রদান করতে হবে।**

(চলমান পাতা-৪)

০৬. চলমান কৃষি :

কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াকরণ/বাজারজাতকরণ, হর্টিকালচার, মৌসুমভিত্তিক ফুল ও ফল চাষ, শস্য/ফসল উৎপাদন, মৎস্য সম্পদ, প্রাণিসম্পদ, খামার ও সেচ যন্ত্রপাতি, দারিদ্র্য বিমোচনমূলক কৃষিভিত্তিক কর্মকাণ্ড ইত্যাদি খাতে প্রদত্ত চলতিপুঁজি/সিসি লিমিট চলমান কৃষি খাতের আওতাভুক্ত হবে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে চলমান কৃষি খাতে **৭০০.০০ কোটি টাকা** বরাদ্দ রাখা হয়েছে। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছর থেকে **'ফারমার্স ক্রেডিট লিমিট'** নামীয় একটি সম্ভাবনাময় প্রোডাক্ট চালু করার ফলে এ খাতে ঋণ বিতরণের প্রভূত সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে যা পুরোপুরি কাজে লাগাতে হবে। ব্যাপক প্রচারণার মাধ্যমে শাখার আওতাধীন প্রতিটি ইউনিয়ন/পৌরসভা এলাকায় এ খাতে ঋণ বিতরণের পরিমাণ বাড়াতে হবে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে এ খাতে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা (সংযোজনী-খ) শতভাগ অর্জন নিশ্চিত করতে হবে।

ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-১ এর ২৯.০৩.২০১১ তারিখের সার্কুলার নং-০২/২০১১ অনুযায়ী চলতিপুঁজি/সিসি ঋণ নবায়ন পদ্ধতি সহজীকরণ করা হয়েছে। এছাড়াও চলতিপুঁজি ঋণ নবায়ন ক্ষমতা প্রসঙ্গে ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-১ থেকে ০৬.০৪.২০১১ তারিখে সার্কুলার লেটার নং-০২/২০১১ জারী করায় ঋণ বিতরণ কার্যক্রম সহজতর ও গতিশীল হয়েছে। চলতিপুঁজি/সিসি ঋণ নবায়ন পদ্ধতির বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা দূরীকরণে ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-১ থেকে ০২.০৫.২০১২ তারিখে সার্কুলার লেটার নং-০৪/২০১২ জারী করা হয়েছে। এছাড়াও এ ঋণ কর্মসূচি গতিশীল করার লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের ব্যবসায়িক ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে (ঋণওঅবি-১ সার্কুলার নং ০৯/২০১৭, তারিখ: ১৫.১১.২০১৭)।

শাখা ব্যবস্থাপকগণ চলমান কৃষি খাতে বিতরণকৃত ঋণের তালিকা ব্যক্তিগতভাবে সংরক্ষণ করবেন এবং যথাসময়ে নবায়নের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিশ্চিত করবেন। নিয়মিত ঋণসমূহ কোনক্রমেই অনিয়মিত হতে দেয়া যাবে না এবং ব্যাংকের প্রচলিত নিয়মে শ্রেণীকৃত/অনিয়মিত ঋণ নিয়মিত করতে হবে। পাশাপাশি নভেল করোনা ভাইরাস (COVID-19)-এর প্রাদুর্ভাবের কারণে ক্ষতিগ্রস্থ কৃষক/উদ্যোক্তাদের অনুকূলে ঋণ বিতরণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক এবং এ ব্যাংক কর্তৃক জারীকৃত এতদসংক্রান্ত সার্কুলার ও সার্কুলার লেটারের নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

০৭. সিএমএসএমই (CMSME) :

বাংলাদেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে ক্ষুদ্র ও মাঝারি এন্টারপ্রাইজের ভূমিকা অনস্বীকার্য। শ্রমঘন এ খাতটি জাতীয় আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ (SDGs) বিশেষত দারিদ্র্যশুন্য সমাজ, নারী পুরুষের সমতা ও নারীর ক্ষমতায়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখতে সক্ষম। বর্তমান সরকার সিএমএসএমই উন্নয়নকে শিল্পায়নের চালিকা শক্তি হিসেবে গ্রহণ করে এ খাতকে অগ্রাধিকার খাত হিসেবে চিহ্নিত করেছে। **বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা মোতাবেক সকল শাখা কর্তৃক ডিসেম্বর ২০২০ এর মধ্যে সিএমএসএমই খাতে ঋণ স্থিতি সংশ্লিষ্ট শাখার শ্রেণিকৃত ঋণ ব্যতিরেকে অশ্রেণিকৃত ঋণ স্থিতির অন্যূন ২১%-এ উন্নীত করতে হবে।** এ প্রক্রিয়ায় জোনসমূহে এ খাতে সামগ্রিক ঋণ স্থিতি ডিসেম্বর ২০২০ এর মধ্যে জোনের অশ্রেণিকৃত ঋণের ২১%-এ উন্নীত করতে হবে। এ লক্ষ্যে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে সিএমএসএমই খাতে ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা পূর্ববর্তী অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা হতে ৩৫০.০০ কোটি টাকা বৃদ্ধি করে **৭৫০.০০ কোটি টাকা** নির্ধারণ করা হয়েছে।

সিএমএসএমই খাতে ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-১ হতে গত ১৯.১১.২০১৯ তারিখে জারীকৃত ঋণওঅবি-১ সার্কুলার নং-০৬/২০১৯ এর নির্দেশনা মোতাবেক শিল্প উদ্যোগের ধরণ তথা কুটির/মাইক্রো/ক্ষুদ্র/মাঝারি উদ্যোগ এবং উৎপাদনশীল/সেবা/ব্যবসা উপখাত যথাযথভাবে নির্ধারণ করতে হবে। সিএমএসএমই ঋণ পোর্টফোলিওর কাঙ্খিত খাতভিত্তিক বিভাজন হবে কুটির, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র উদ্যোগে নীট ঋণ ও অগ্রিম স্থিতির পরিমাণ সিএমএসএমই নীট ঋণ ও অগ্রিম স্থিতির ৫০% এবং সিএমএসএমই নীট ঋণ ও অগ্রিম স্থিতির খাতভিত্তিক বিভাজন হবে উৎপাদনশীল শিল্পে অন্যূন ৪০%, সেবা শিল্প অন্যূন ২৫% এবং ব্যবসা খাতে সর্বোচ্চ ৩৫%। পোর্টফোলিওর কাঙ্খিত খাতভিত্তিক বিভাজন সিএমএসএমই পারফরমেন্স মূল্যায়নে নিয়ামক হিসেবে বিবেচিত হবে।

দেশের শিল্প উন্নয়নে নারী উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং অধিক সংখ্যক নারী উদ্যোক্তাদের ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য ঋণ প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে নারী উদ্যোক্তাদের এ খাতে ঋণ বিতরণে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এ অর্থবছরের জন্য শাখার সিএমএসএমই খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের ন্যূনতম ১০% নারী উদ্যোক্তাদের জন্য সংরক্ষিত রাখতে হবে। পাশাপাশি নভেল করোনা ভাইরাস (COVID-19)-এর প্রাদুর্ভাবের কারণে ক্ষতিগ্রস্থ কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোক্তাদের অনুকূলে ঋণ বিতরণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক এবং এ ব্যাংক কর্তৃক জারীকৃত এতদসংক্রান্ত সার্কুলার ও সার্কুলার লেটারের নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

(চলমান পাতা-৫)

০৮. কৃষিভিত্তিক শিল্প/প্রকল্প/খামার :

কৃষিভিত্তিক শিল্প/প্রকল্প/খামার উপ-খাতে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে লক্ষ্যমাত্রা **৩৫.০০ কোটি টাকা** নির্ধারণ করা হয়েছে । ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-১ হতে গত ১৯.১১.২০১৯ তারিখে জারীকৃত ঋণওঅবি-১ সার্কুলার নং-০৬/২০১৯ এর সাথে সংযুক্ত তালিকায় বর্ণিত খাতে বিতরণকৃত ঋণ এ উপ-খাতে প্রদর্শন করতে হবে। কৃষিভিত্তিক শিল্প প্রকল্পের তালিকায় পোল্ট্রি, ডেইরি ও হর্টিকালচার শিল্প অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এ খাতে ঋণ বিতরণ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাবে মর্মে আশা করা যায়।

০৯. অন্যান্য ঋণ :

উল্লিখিত ৮টি মূল উপ-খাত ব্যতিরেকে অনুমোদিত খাতে বিতরণকৃত ঋণসমূহ এ খাতের অন্তর্ভুক্ত হবে। তবে মেয়াদী আমানত, RGPS, RSS, KSS, RDMS, RMPS, RTMS, RMSS, RMDS, RGSS, RBSMMS বা অন্য যে কোন আমানত বন্ধক/লিয়েন রেখে ঋণ প্রদান করা হলে ঋণের উদ্দেশ্য অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট খাত নির্ধারণপূর্বক প্রযোজ্য খাতে বিতরণ হিসেবে প্রদর্শন করতে হবে। এ খাতে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে **২১৫.০০ কোটি টাকা** ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

৪। পরিবেশ বান্ধব (Green Banking) খাতে ঋণ :

বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিপর্যয় যেমন বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি, অনিয়মিত বৃষ্টিপাত, লবণাক্ততা বৃদ্ধিসহ নানাবিধ প্রাকৃতিক দুর্যোগ কৃষিখাতকে প্রতিনিয়ত নতুন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন করে তুলছে। এলাকাভেদে জলবায়ু ও পরিবেশ উপযোগী ফসলের জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন/সম্প্রসারণসহ প্রতিনিয়ত সৃষ্টি হওয়া এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সময়োপযোগী উদ্যোগ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা আবশ্যক। বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা মোতাবেক ২০২০-২০২১ অর্থবছরের জন্য পরিবেশ বান্ধব (Green Banking) খাতে ব্যাংকের মোট ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা ২৮৫০.০০ কোটি টাকার ৫% অর্থাৎ ১৪২.৫০ কোটি টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। জোনাল ব্যবস্থাপকগণ সংশ্লিষ্ট জোনের জন্য নির্ধারিত মোট ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রার ৫% পরিবেশ বান্ধব খাতে বিতরণের জন্য লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণকরতঃ তা শাখায় বন্টন করবেন।

৫। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় দিকনির্দেশনা :

ক) বাংলাদেশ ব্যাংকের বার্ষিক কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা অনুযায়ী কৃষির প্রধান (Core) খাতে (শস্য, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ) ঋণ বিতরণে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে।

খ) অনাবাদী জমিতে শস্য/ফসল চাষের ক্ষেত্রে ঋণ প্রদানে অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং আমদানি বিকল্প ডাল, তৈলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল ও ভূট্টাসহ মৌসুমভিত্তিক শস্য/ফসলের চাহিদা অনুযায়ী শস্য ঋণ বিতরণ করতে হবে।

গ) জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানোর উদ্দেশ্যে জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সহজে অভিযোজনকারী ফসল চাষের উদ্যোগে ঋণ সুবিধা প্রদান করতে হবে।

ঘ) উচ্চ মূল্য ফসল খাতে ঋণ প্রদানের বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করতে হবে।

ঙ) কৃষির সহায়ক খাত হিসেবে সেচ ও খামার যন্ত্রপাতি উপ-খাতে প্রয়োজনীয় ঋণ সরবরাহ করতে হবে। একইভাবে কৃষি উপকরণ বা কৃষি পণ্যের বাজারজাতকরণ ও ব্যবসা পরিচালনার জন্য বরাদ্দকৃত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হবে এবং নিয়মিত তদারকির মাধ্যমে তা আদায়/নবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

চ) প্রকৃত কৃষকরা যেন সময়মত প্রয়োজনীয় ঋণ সুবিধা পান এবং কৃষি ঋণ পেতে কোনো হয়রানির শিকার হতে না হন সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে সচেষ্ট থাকতে হবে। ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে কোন মধ্যস্বত্বভোগী/দালাল-কে প্রশ্রয় দেয়া যাবে না।

ছ) তারল্য সংকট সৃষ্টির অজুহাতে কৃষি ঋণ বিতরণ যেন বাধাগ্রস্ত না হয় এলক্ষ্যে তহবিলের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার পাশাপাশি ঋণ আদায় ও সুদবিহীন/স্বল্প সুদবাহী আমানত সংগ্রহের মাধ্যমে ঋণ বিতরণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

জ) অনুমোদিত কোন খাতে ঋণ চাহিদা থাকা সত্ত্বেও লক্ষ্যমাত্রা/বরাদ্দ নেই এ অজুহাতে ঋণ বিতরণ বন্ধ রাখা যাবে না। এক্ষেত্রে অন্য শাখা হতে সমন্বয়ের মাধ্যমে লক্ষ্যমাত্রা/বরাদ্দ সংস্থানপূর্বক ঋণ বিতরণ করতে হবে।

ঝ) পুরাতন ঋণ আদায় করে ঋণগ্রহিতার প্রয়োজন অনুযায়ী নতুন ঋণ বিতরণের মাধ্যমে অশ্রেণীকৃত ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে। পুনরায় ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে প্রধান কার্যালয় হতে জারীকৃত এতদসংক্রান্ত নির্দেশনা (ঋণওঅবি-১ সার্কুলার নং-০১/২০১৭, তারিখ ০৮.০৫.২০১৭) যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

ঞ) ব্যাংক ঋণের সুবিধা, ঋণের সুদ হার, ঋণের সহজলভ্যতা, ঋণ গ্রহণের সময়সীমা ইত্যাদি বিষয়ে কৃষকদেরকে অবহিত করতে হবে। প্রতিটি শাখায় সহজে দৃষ্টিগোচর হয় এমন স্থানে ঋণের খাত/উপ-খাত, ঋণ গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের চেকলিষ্ট প্রদর্শন করতে হবে।

(চলমান পাতা-৬)

ট) বার্ষিক ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রার শতভাগ অর্জন করতে হবে এবং প্রতিটি শাখাকে আবশ্যিকভাবে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার ২০% ঋণ নতুন ঋণগ্রহিতাদের মধ্যে বিতরণ করতে হবে। তবে কোন অবস্থাতেই প্রধান কার্যালয়ের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে জোনের উপ-খাতভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করে ঋণ বিতরণ করা যাবে না।

ঠ) সমন্বিত ঋণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে সততা, স্বচ্ছতা ও বিচক্ষণতার সাথে ঋণ বিতরণ করতে হবে। ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে কোনরূপ অস্বচ্ছতা/অনিয়ম/গ্রাহক হয়রানি গ্রহণযোগ্য হবে না। এক্ষেত্রে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ড) ব্যাংকের স্বাভাবিক ঋণ বিতরণ কার্যক্রমের পাশাপাশি নভেল করোনা ভাইরাস (COVID-19)-এর প্রাদুর্ভাবের কারণে সৃষ্ট নেতিবাচক ব্যবসায়িক পরিস্থিতি মোকাবেলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজসমূহের আওতায় ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা (সংযোজনী-গ) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শতভাগ অর্জন নিশ্চিত করতে হবে।

ঢ) ঋণ বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারীকৃত সর্বশেষ কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও নিয়মাচার, এ ব্যাংকের ঋণ ম্যানুয়েল, লেন্ডিং পলিসি ও অপারেশন ম্যানুয়েল এবং ব্যাংক কর্তৃক জারীকৃত এতদসংক্রান্ত সার্কুলার ও সার্কুলার লেটারসমূহের নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

সর্বোপরি দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি ব্যাংকের Performing Asset বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০২০-২০২১ অর্থবছরের ঋণ বিতরণ কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এতদবিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ও যত্নবান হওয়ার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো। এ সার্কুলারের নির্দেশনা অবিলম্বে কার্যকর হবে। এ বিষয়ে কোন ব্যাখ্যা/স্পষ্টীকরণের প্রয়োজন হলে ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-১ এর সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

অনুমোদনক্রমে-

০৭.০৭.২০২০
(শওকত শহীদুল ইসলাম)
সহকারী মহাব্যবস্থাপক
(বিভাগীয় দায়িত্বে)

সূত্র নং-প্রকা/ঋণওঅবি-১/৪৬/২০২০-২০২১/২০(৪৫৪) তারিখ: ০৭.০৭.২০২০

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরিত হলো:

০১। স্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, রাকাব, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী।
০২। স্টাফ অফিসার, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, রাকাব, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী।
০৩। স্টাফ অফিসার, সকল মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের দপ্তর, রাকাব, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী।
০৪। মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের স্টাফ অফিসার, রাকাব, বিভাগীয় কার্যালয়, রাজশাহী/রংপুর।
০৫। সকল উপ-মহাব্যবস্থাপক, সচিব, বিভাগীয়/ইউনিট/সেল প্রধান, রাকাব, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী।
০৬। বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা, রাকাব, বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়, রাজশাহী/রংপুর।
০৭। অধ্যক্ষ, রাকাব, প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট, রাজশাহী।
০৮। সকল জোনাল ব্যবস্থাপক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক।
০৯। সকল জোনাল নিরীক্ষা কর্মকর্তা, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক।
১০। প্রকল্প পরিচালক, এসইসিপি, সিপিও, উপশহর, রাজশাহী।
১১। সহকারী মহাব্যবস্থাপক, রাকাব, ঢাকা কর্পোরেট শাখা, ঢাকা/স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়, রাজশাহী।
১২। সকল শাখা ব্যবস্থাপক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক।
১৩। অফিস নথি/মহানথি।

০৭.০৭.২০২০
(শাহনেওয়াজ ছাররে মাহমুদ)
মুখ্য কর্মকর্তা

রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক

(সংযোজনী-ক)

প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী

ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-১

২০২০-২০২১ অর্থবছরে জোনওয়ারী উপ-খাতভিত্তিক ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	জোন	শস্য/ফসল	মৎস্য সম্পদ	প্রাণিসম্পদ	খামার ও সেচ যন্ত্রপাতি	দারিদ্র্য বিমোচন/ মাইক্রো ক্রেডিট	চলমান কৃষি	সিএমএসএমই (CMSME)	কৃষিভিত্তিক শিল্প/প্রকল্প	অন্যান্য	সর্বমোট
১	রাজশাহী	৭৫৭০.০০	৫২৫.০০	১০০০.০০	৬২.০০	৪০০.০০	৫৭০০.০০	৯৫০০.০০	৩২৫.০০	১৪১০.০০	২৬৪৯২.০০
২	নওগাঁ	৭১৯৫.০০	৩০০.০০	৮৫০.০০	৭৫.০০	৪৭৫.০০	৬৬০০.০০	৫৫০০.০০	৩২৫.০০	১৩১০.০০	২২৬৩০.০০
৩	নাটোর	৫১৮০.০০	৮৫০.০০	৪৫০.০০	৫৭.০০	১০৫.০০	২৯০০.০০	৩৫০০.০০	১০০.০০	১২১০.০০	১৪৩৫২.০০
৪	চাঃ নবাবগঞ্জ	৪৫৪০.০০	১৪০.০০	৪৫০.০০	৪৬.০০	১৩০.০০	২৯০০.০০	৫০০০.০০	১০০.০০	৫১০.০০	১৩৮১৬.০০
৫	বগুড়া(উঃ)	৩২৪০.০০	৩০০.০০	৫০০.০০	৪৫.০০	৭৫.০০	৫০৫০.০০	৫৫০০.০০	৩২৫.০০	১৬১০.০০	১৬৬৪৫.০০
৬	বগুড়া(দঃ)	৩২২৫.০০	২০০.০০	৫০০.০০	৪০.০০	৬০০.০০	৫৩৫০.০০	৬৫০০.০০	১২৫.০০	১১১০.০০	১৭৬৫০.০০
৭	জয়পুরহাট	৩৬৩০.০০	৬০০.০০	৫৫০.০০	৫০.০০	৫৩০.০০	৫২৫০.০০	৩৫০০.০০	২২৫.০০	৯৮০.০০	১৫৩১৫.০০
৮	পাবনা	৪৩৯০.০০	২৫০.০০	৭০০.০০	৬২.০০	২৭০.০০	৪২৫০.০০	৪৫০০.০০	১০০.০০	১২১০.০০	১৫৭৩২.০০
৯	সিরাজগঞ্জ	৬০৮০.০০	১৫০.০০	৯০০.০০	৬৫.০০	১৭৫.০০	১৭৫০.০০	৩০০০.০০	১০০.০০	১৭১০.০০	১৩৯৩০.০০
	উপ-সমষ্টি :	**৪৫০৫০.০০**	**৩৩১৫.০০**	**৫৯০০.০০**	**৫০২.০০**	**২৭৬০.০০**	**৩৯৭৫০.০০**	**৪৬৫০০.০০**	**১৭২৫.০০**	**১১০৬০.০০**	**১৫৬৫৬২.০০**
১০	রংপুর	৭৭৮০.০০	৩০০.০০	৬০০.০০	৬৫.০০	১২০.০০	৭০০০.০০	৫০০০.০০	৩২৫.০০	১৫৮০.০০	২২৭৭০.০০
১১	গাইবান্ধা	৪৫৭০.০০	১৪০.০০	৪০০.০০	৬০.০০	৮০.০০	২৭০০.০০	২৫০০.০০	১২৫.০০	১৭৮০.০০	১২৩৫৫.০০
১২	কুড়িগ্রাম	৬২৮০.০০	১৪০.০০	৩৫০.০০	৬০.০০	২৩০.০০	২০০০.০০	২৫০০.০০	১২৫.০০	৯৮০.০০	১২৬৬৫.০০
১৩	নীলফামারী	৫৭৫০.০০	১৫০.০০	৪৫০.০০	৬৭.০০	১২০.০০	৪১০০.০০	৩৫০০.০০	১২৫.০০	৭০০.০০	১৪৯৬২.০০
১৪	লালমনিরহাট	৬২৭০.০০	১৪০.০০	৩০০.০০	৫২.০০	৮৫.০০	২৫০০.০০	২০০০.০০	১২৫.০০	৬৮০.০০	১২১৫২.০০
১৫	দিনাজপুর(উঃ)	৪৮০০.০০	৩০০.০০	৫৫০.০০	৪৫.০০	৯০.০০	৩৭৫০.০০	৩০০০.০০	১০০.০০	১১৮০.০০	১৩৮১৫.০০
১৬	দিনাজপুর(দঃ)	৪৫৬০.০০	২০০.০০	৪৫০.০০	৪০.০০	১০০.০০	৩৫০০.০০	৩০০০.০০	১০০.০০	১৬৮০.০০	১৩৬৩০.০০
১৭	ঠাকুরগাঁও	৫৫৭০.০০	১৫০.০০	৪০০.০০	৪৫.০০	১০০.০০	২০০০.০০	২৫০০.০০	১০০.০০	৮৮০.০০	১১৭৪৫.০০
১৮	পঞ্চগড়	৪৩৭০.০০	১৪০.০০	৩০০.০০	৫৪.০০	৩১৫.০০	১৭০০.০০	২৫০০.০০	৩০০.০০	৬৮০.০০	১০৩৫৯.০০
	উপ-সমষ্টি :	**৪৯৯৫০.০০**	**১৬৬০.০০**	**৩৮০০.০০**	**৪৮৮.০০**	**১২৪০.০০**	**২৯২৫০.০০**	**২৬৫০০.০০**	**১৪২৫.০০**	**১০১৪০.০০**	**১২৪৪৫৩.০০**
১৯	এলপিও		২৫.০০	৩০০.০০	১০.০০		১০০০.০০	২০০০.০০	৩৫০.০০	২০০.০০	৩৮৮৫.০০
২০	ঢাকা শাখা		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	১০০.০০	১০০.০০
	সর্বমোট :	**৯৫০০০.০০**	**৫০০০.০০**	**১০০০০.০০**	**১০০০.০০**	**৪০০০.০০**	**৭০০০০.০০**	**৭৫০০০.০০**	**৩৫০০.০০**	**২১৫০০.০০**	**২৮৫০০০.০০**

০৭.০৭.২০২০

(শাহনেওয়াজ ছাররে মাহমুদ)
মুখ্য কর্মকর্তা

০৭.০৭.২০২০

(মোঃ ছলিম উদ্দীন)
ঊর্ধ্বতন মুখ্য কর্মকর্তা

(সংযোজনী-খ)

রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী

ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-১

২০২০-২০২১ অর্থবছরে 'ফারমার্স ক্রেডিট লিমিট' খাতে জোনওয়ারী ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	বিভাগ/জোনের নাম	লক্ষ্যমাত্রা
	(ক) রাজশাহী বিভাগ	
০১	রাজশাহী	১৫.০০
০২	নওগাঁ	১৫.০০
০৩	নাটোর	১০.০০
০৪	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	১০.০০
০৫	বগুড়া (উ:)	১০.০০
০৬	বগুড়া (দ:)	১০.০০
০৭	জয়পুরহাট	১০.০০
০৮	পাবনা	১০.০০
০৯	সিরাজগঞ্জ	১০.০০
	উপ-সমষ্টি :	**১০০.০০**
	(খ) রংপুর বিভাগ	
১০	রংপুর	১০.০০
১১	গাইবান্ধা	১০.০০
১২	কুড়িগ্রাম	১০.০০
১৩	নীলফামারী	১০.০০
১৪	লালমনিরহাট	১০.০০
১৫	দিনাজপুর (উ:)	১০.০০
১৬	দিনাজপুর (দ:)	১০.০০
১৭	ঠাকুরগাঁও	১৫.০০
১৮	পঞ্চগড়	১৫.০০
	উপ-সমষ্টি :	**১০০.০০**
	সমষ্টি :	**২০০.০০**

০৭.০৭.২০২০
(শাহনেওয়াজ ছাররে মাহমুদ)
মুখ্য কর্মকর্তা

০৭.০৭.২০২০
(মোঃ ছলিম উদ্দীন)
উর্ধ্বতন মুখ্য কর্মকর্তা

রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক

(সংযোজনী-গ)

প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী

ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-১

নভেল করোনা ভাইরাস (COVID-19)-এর প্রাদুর্ভাবের ফলে সৃষ্ট সংকট মোকাবেলায় বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রণীত বিভিন্ন প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা

(কোটি টাকায়)

ক্রঃ নং	জোনের নাম	শস্য/ফসল খাত	শস্য/ফসল ঋণ ব্যতিত হর্টিকালচার অর্থাৎ মৌসুম ভিত্তিক ফুল ও ফল চাষ, মৎস্য চাষ পোল্ট্রি, ডেইরি ও প্রাণীসম্পদ খাত	সিএমএসএমই (CMSME) খাত	শিল্প ও সার্ভিস সেক্টর খাত
		৩০.০৬.২০২১ তারিখ পর্যন্ত	৩০.০৯.২০২০ তারিখ পর্যন্ত	৩০.০৪.২০২১ তারিখ পর্যন্ত	৩০.০৪.২০২১ তারিখ পর্যন্ত
০১	রাজশাহী	৭৫.৭০	২৮.৫০	১০.০০	৫.৫০
০২	নওগাঁ	৭১.৯৫	২৪.২৫	১.৫০	৫.৫০
০৩	নাটোর	৫১.৮০	৩২.০০	০.৯০	১.১০
০৪	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৪৫.৪০	১২.৭৫	৪.০০	১.১০
০৫	বগুড়া (উঃ)	৩২.৪০	১৬.০০	০.৩৫	৫.৫০
০৬	বগুড়া (দঃ)	৩২.২৫	১৯.০০	১.৪০	১.১০
০৭	জয়পুরহাট	৩৬.৩০	২২.৫০	২.৮০	২.২৫
০৮	পাবনা	৪৩.৯০	২৩.৯৫	১.০০	১.১০
০৯	সিরাজগঞ্জ	৬০.৮০	২৫.৫০	০.৯৫	১.১০
	মোট	**৪৫০.৫০**	**২০৪.৪৫**	**২২.৯০**	**২৪.২৫**
১০	রংপুর	৭৭.৮০	১৯.১৫	২.৮৫	৫.৫০
১১	গাইবান্ধা	৪৫.৭০	৯.৮৫	০.৭৫	০.৬০
১২	কুড়িগ্রাম	৬২.৮০	১০.১০	১.৮০	৯.৫০
১৩	নীলফামারী	৫৭.৫০	১২.৭৫	২.০০	১.১০
১৪	লালমনিরহাট	৬২.৭০	৭.৯৫	০.৩০	১.১০
১৫	দিনাজপুর (উঃ)	৪৮.০০	১৭.৮০	০.৫৫	১.১০
১৬	দিনাজপুর (দঃ)	৪৫.৬০	১২.৭৫	১.০০	১.১০
১৭	ঠাকুরগাঁও	৫৫.৭০	১০.১০	১.৫০	১.১০
১৮	পঞ্চগড়	৪৩.৭০	৮.০০	১.০০	৫.৫০
	মোট	**৪৯৯.৫০**	**১০৮.৪৫**	**১১.৭৫**	**২৬.৬০**
১৯	এলপিও	০.০০	৬.১০	১.৩৫	৭.১৫
	সর্বমোট	**৯৫০.০০**	**৩১৯.০০**	**৩৬.০০**	**৫৮.০০**

* উপরিল্লিখিত লক্ষ্যমাত্রা ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ব্যাংকের বার্ষিক ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রার সংশ্লিষ্ট খাতসমূহ হতে বরাদ্দ/সমন্বয় করতে হবে।

০৭.০৭.২০২০
(শাহনেওয়াজ ছাররে মাহমুদ)
মুখ্য কর্মকর্তা

০৭.০৭.২০২০
(মোঃ ছলিম উদ্দীন)
উর্ধ্বতন মুখ্য কর্মকর্তা